দামুড়হুদায় জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালিত

দামুড়হুদায় জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএডিসির সভাকক্ষে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।
দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা মডেল থানার পরিদর্শক অপারেশন বাবর আলী,কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকী সালাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মডেল কেয়ার টেকার আসাদুজ্জামান আসাদ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন-অর-রশিদ, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মানেজার রুবেল আহমেদ, উপজেলা আইসিটি প্রোগ্রামার আরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসের সিএ ফয়জুল করিম সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে ভোটার হালনাগাদ শুরু

চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসের উদ্যেগে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে তিনদিন ব্যাপি ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত ভোটার হালনাগাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

জানাগেছে, ০৬ অক্টোবর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত হাউলি ইউনিয়ন পরিষদের ৯ টি ওয়ার্ডে যথাক্রমে ভোটার হালনাগদের কাজ চলবে।

বৃহস্পতিবার ১,২,৩ নং ওয়ার্ডে,শুক্রবার ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে ও

শনিবার ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে ভোটার হালনাগাদের কাজ চলবে ভোটার হালনাগাদের প্রথমদিনেই পুরুষ ৪ শত ১৭জন ও মহিলা ৩ শত ৫৫ জনকে ভোটার তালিকার জন্য লিপিবদ্ধ হয়।

জেলা নির্বাচন অফিসের আওতাধীন অস্থায়ী নিয়োগে উক্ত ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমে টিম লিডার মিজানুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ৮ জনের একটা টিম নিয়ে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ।

সার্বিক সহযোগিতা করেন হাউলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন, সচিব নাঈম উদ্দীনসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যরা।

কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন আশিকুর রহমান, সাওদা, ইকবাল, রকিবুল, ইকরামুল, ইয়ামিন, রাশেদ, প্রিন্স।

দামুড়হুদায় হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা

দামুড়হুদা সদরে বেগোপাড়ায় হয়ে গেল গ্রাম বাংলা’র ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাঁপান খেলা।

গতকাল বুধবার সারাদিন ভর মেহেরপুর জেলার বলিয়ার পুরের সাপুড়ে দল এবং চুয়াডাঙ্গার তারিনীপুর গ্রামের সাপুড়ে দল।

এই দুই দল সাপুড়ে দলের অর্ধশতাধিক সাপের মধ্যে নিজেকে সেরা প্রমাণ করতে প্রতিটি সাপ প্রদর্শন করে নিজেদের আকর্ষণীয় কলাকৌশলে। আর এ দুর্লভ দৃশ্য দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা। মানুষকে এ আনন্দ দেওয়াটাই যেন সাপুড়েদের মূল উদ্দেশ্যে।

দুপুরের পর থেকেই ঝাপান খেলা দেখতে দামুড়হুদা বেগো পাড়ায় ভিড় করে শত শত মানুষ। বাদ্যের তালে তালে সাপুড়েকে নিজে নাচতে হয় আর সঙ্গে ফনা তুলে সাপও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে। সাপুড়ের ইশারায় সাপের এই অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন মানুষকে দেয় অনাবিল আনন্দ।

আর তাই এই দুর্লভ দৃশ্য দেখতে দূরদুরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন দর্শনার্থীরা।

চুয়াডাঙ্গা থেকে আসা চামেলী বেগম নামের এক গৃহবধূ বলেন, আমি জীবনের প্রথম ঝাপান খেলা এখানে এসে দেখছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি চাইব এ ধরনের আয়োজন যেন প্রতি বছর করা হয়। সাদিয়া আফরিন নামের অপর এক গৃহবধূ বলেন, আমি শহরে থাকি। ঝাপান খেলার কথা শুনে আমার বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি। আমিও দেখছি আমার বাচ্চারাও দারুণ উপভোগ করছে। সাপ সম্পর্কে ওদের ধারণা হচ্ছে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে বয়োবৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, শিশুরা উপস্থিত থেকে নিবিড় দৃষ্টিতে সাপের খেলা উপভোগ করেন। এই খেলাকে ঘিরে এখানে সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য যে এত মনোমুগ্ধকর, ঝাপান খেলা না দেখলে বোঝা যাবে না।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রাম থেকে আসা নজরুল ইসলাম নজু সাপুড়ে বলেন, মূলত আমাদের পেশা এটা না। আমরা মানুষকে আনন্দ দিয়। আর খেলা করে আনন্দ পাই। এ জন্যই দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঝাপান খেলা করি।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সামসুল আলম বলেন, চিরায়ত বাংলার ঐহিত্যবাহী এ খেলা দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে। হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে আর এলাকার মানুষকে একটু আনন্দ দিতেই এ আয়োজন।

খেলায় মেহেরপুর বলিয়ার পুর সাপুড়ে দলকে হারিয়ে দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রামের নজু সাপুরের দল প্রথম হয়।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাপান খেলাটি আয়োজক করেন, দামুড়হুদা সদরের বেগো পাড়ার ভানুমতি।

দর্শনার দোস্ত গ্রামে ৮ম শ্রেনীর অপহৃত ছাত্রী উদ্ধার, অপহরক গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে প্রাইভেট পড়তে যাবার পথে ৮ম শ্রেণীর এক ছাত্রী অপহৃত হয়েছে। এ ঘটনায় মেয়ের পিতা মামলা করায় অপহরক এই গ্রামের মহাসিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সেই সাথে স্কুলছাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন এবং জবান বন্দি গ্রহণ করেছে বিজ্ঞ আদালত।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের বসুতিপাড়ার আশফাকুর রহমান মিন্টু মোল্লার মেয়ে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী রিয়া খাতুন ১ অক্টোবর বিকাল ৩টার দিকে প্রাইভেট পড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে দোস্ত বাজারের দিকে যাচ্ছিলো। এসময় রিয়া বাজারের নিকটবর্তী ক্লিনিকের নিকট পৌছুলে এই পাড়ার ছানোয়ার হোসেনের ছেলে মহাসীন মিয়া (১৯) তার লোকজন নিয়ে মাইক্রোবাসে করে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এঘটনায় মেয়ের পিতা বাদি হয়ে মহাসিনকে প্রধান আসামী করে ৫ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন।

মামলার অন্যআসামীরা হচ্ছেন খোদাবক্স মণ্ডলের ছেলে ছানোয়ার হোসেন, আনোয়ার হোসেন, ছানোয়ারের ছেলে মুস্তাক হোসেন, ও আনোয়ার হোসেনের ছেলে শামীম হোসেন। পুলিশ মঙ্গলবার রাতে দামুড়হুদায় অভিযান চালিয়ে অপহরক মহাসিনকে গ্রেফতারের পাশাপাশি অপহৃত স্কুলছাত্রী উর্দ্ধার করতে সক্ষমত হয়।

গতকাল বুধবার অপহরক মহাসিনকে আদালতে সোপর্দ করলে বিজ্ঞ আদালতের বিচারক তাকে জেলহাযতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

অপর দিকে এ ঘটনায় অপহৃত স্কুলছাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন এবং বিজ্ঞ আদালতের নিকট জবানবন্দি পেশ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মামলার তদন্তকারী অফিসার এসআই ফজলুর রহমান বলেন, গ্রেফতারকৃতকে আদালতে সোপর্দ এবং স্কুলছাত্রীকে তার অভিভাবকের হেফাজতে দেয়া হয়েছে এবং মামলার বাকি আসামীমের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

[redacted]

[redacted]

দর্শনা-গেদে স্থলপথে ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব বঞ্চিত সরকার

মহামারী করোনার কারণে ২০২০ সালে ট্যুরিস্ট ভিসা বন্ধ হওয়ার পর আড়াই বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথ দিয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্ট যাত্রীরা ভারতে যাতায়াত করতে পারছেন না। এতে ১৪/১৫টি জেলা শহরের মানুষ যেমন ভোগান্তিতে পড়েছেন, তেমনি গত আড়াই বছরে এই বন্দর থেকে সরকার প্রায় ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে।

করোনার সংক্রমণ দেখা দেয়ায় ২০২০ সালের ২৬ মার্চ দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় মালামাল আমদানি এবং স্থলপথে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ট্যুরিস্টসহ সকল ভিসার পাসপোর্ট যাত্রীদের যাতায়াত পুরোপুরি স্থগিত করা হয়। কিছুদিন পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথে ভারত থেকে মালামাল আমদানি শুরু হয়।

২০২১ সালের ১৭ মে থেকে ভারতে আটকাপড়া বাংলাদেশীদের দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথের মাধ্যমে দেশে ফেরত আনার একটি নির্দেশনা জারি করা হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুধুমাত্র মেডিক্যাল ও বিজনেস ভিসায় দর্শনা-গেদে হয়ে পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবে বলে পুলিশ জানায়। সব শেষে চলতি বছরের ২৯ মে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনের মাধ্যমে চলাচল শুরু করলেও অদ্যবদি দর্শনা-গেদে স্থলপথে বাংলাদেশীদের জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হয়নি।

কুষ্টিয়ার আড়ুয়া পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা পাসপোর্ট যাত্রী দর্শনা চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের জানালেন, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গাসহ এ অঞ্চলের ১৪/১৫টি জেলার মানুষ ট্যুরিস্ট ভিসায় দর্শনা-গেদে স্থলপথে যাতায়াত করতে না পেরে বাধ্য হয়ে বেনাপোল-হরিদাসপুর দিয়ে ভারতে যাচ্ছেন।

এতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। যাতায়াত খরচ লাগছে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। তিনি জানালেন, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুরসহ আশপাশের জেলা থেকে দর্শনা

চেকপোস্টে আসতে খরচ হয় মাত্র ৫০ থেকে ৮০ টাকা। আর দর্শনা থেকে ভারতের গেদে রেলস্টেশনে হেঁটেই যাওয়া যায়। সেই হিসেবে কুষ্টিয়া থেকে যশোরের ভাড়া একশ’ টাকা, যশোর থেকে বেনাপোলের ভাড়া ৫০ টাকা আর বেনাপোল থেকে ভারতের বনগাঁও রেলস্টেশনে পৌঁছাতে জনপ্রতি খরচ হয় দেড়শো টাকা।

দর্শনা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা জানান, ২০২১ সালের ১৭ মে মেডিক্যাল বিজনেস ভিসা চালু হলেও গত ৫ ডিসেম্বরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ভারতীয়রা সব ভিসায় দর্শনা স্থলপথে যাতায়াত করছে। দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক জানান, আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী দুই দেশের নাগরিকদের জন্য দুই রকম নিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

দর্শনা সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হাবু জানান, দর্শনা-গেদে স্থলপথে ২০২০ সালের আগে প্রতিদিন এক হাজার থেকে ১২ শ’ পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত করতেন। সেই হিসেবে প্রতিদিন চার-পাঁচ লাখ টাকা অর্থাৎ ৩০ মাসে প্রায় ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হয়েছে। তা ছাড়া দর্শনা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র ১০৭ কিলোমিটার।

দর্শনা কাস্টমস সুপার শুভাশীষ কুণ্ডু জানান, কোভিডের আগে এ পথে প্রতিদিন রমরমাভাবে পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করতেন। বাংলাদেশীদের জন্য এ পথে ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হলে আগের মতোই পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করবেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক জেলা পরিষদ প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু জানান, শিগগিরই দর্শনা-গেদে স্থলপথে ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি লোকমোর্চা ও দর্শনা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে।

চুুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খান জানান, এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন পূজা মন্ডপ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন এমপি টগর

দামুড়হুদায় বিভিন্ন পূজা মন্ডপ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন চুয়াডাঙ্গা ০২- আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল রাতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোট দুধ পাতলা গ্রামের সার্বজনীন পূজা মন্দির, ডুগডুগি গ্রামের, শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির, জয়রামপুর দাশপাড়ার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির, দামুড়হুদা মালোপাড়া মাতৃ মন্দির, ও দাসপাড়া দূর্গা মন্দির সরেজমিনে পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের মাননীয় সাংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

পূজা মন্ডপ পরিদর্শন কালে সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শারদীয় দুর্গা উৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তিনি সকলকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপনের পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দামুড়হুদা উপজেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা উদযাপন হচ্ছে। সকল পূজামণ্ডপের আয়োজন খুব সুন্দর মনে হয়েছে। পূজার নিরাপত্তায় থানা পুলিশের সদস্যরা কাজ করছেন। পাশাপাশি প্রতিটি পূজা মণ্ডপে স্থায়ীভাবে আনসার-ভিডিপি কাজ করছেন। সকলের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণভাবে পূজা শেষ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এসময় তিনি জয়রামপুর দাশপাড়ার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির এর উন্নয়নের জন্য ১০ লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হযরত আলী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন,হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আহম্মদ সোনা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, আওয়ামী লীগ নেতা মিল্টন,হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শহিদুল ইসলাম,শাহাজামাল,রিকাত আলী, জাহাঙ্গীর আলম

টিক্কা,আব্দুল হান্নান পটু,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সামসুল আলম, জেলা যুবলীগ নেতা আব্দুস সালাম ভুট্টো, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আবদুল হান্নান ছোট,হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আয়ুব আলী স্বপন, প্রচার সম্পাদক কামরুল ইসলাম মিফতা, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের ১ নং যুগ্ন আহ্বায়ক রায়হানুল ইসলাম রায়হান, ছাত্রলীগ নেতা অপু সরকার, দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক আনন্দ ঘোষ, মন্দির কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ সকল সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব বিজয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের ৬ষ্ঠ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে টুর্নামেন্টের ৬ষ্ঠ ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব বনাম লোকনাথপুর একাদশ। খেলায় লোকনাথপুর একাদশ কে ১-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে বিশেষ অতিথি সামসুল আলমের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাবের অধিনায়ক ১০নং জার্সি পরিহিত রায়হান কে । জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, রাজীব, স্বপন,রনি, হাফিজুর,

আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে দুধপাতিলা একাদশ বিজয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের ৩য় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে টুর্নামেন্টের ৩য় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে দুধপাতিলা একাদশ বনাম দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাব।

খেলায় দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাব কে ১-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় দুধপাতিলা একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে বিশেষ অতিথি সামসুল আলমের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় দুধপাতিলা একাদশের ৮নং জার্সি পরিহিত শাহাবুল কে । জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নজরুল ইসলাম, রাজীব, স্বপন,রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন আজমল হোসেন, সোহান।

দামুড়হুদায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় দুই মটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কলোনি পাড়ার ফারুক হোসেনের ছেলে রায়হান উদ্দিন (৩০) ও পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের বাড়াদি গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে হৃদয় (২৫) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। নিহত রায়হান উদ্দিন (৩০) দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনি পাড়ার ফারুক হোসেনের ছেলে, ও নিহত হৃদয় বাড়াদি গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে।

জানা যায়, রায়হান উদ্দিন একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের বাড়াদি গ্রামে মামার বাড়ি কারেন্টর কাজ করার জন্য যায়। মামার বাসার প্রয়োজনীয় কারেন্টের মালামাল কেনাকাটা করতে মামাতো ভাই হৃদয়ের সাথে দর্শনা বাজারে আসার পথে দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের মাঝ পাড়া নামক স্থানএ পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা কালো রংয়ের সুজুকি জিকসার ১৫৫সিসি মটরসাইকেল দ্রুতগতিতে এসে ধাক্কা মারে, মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়।

এতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী রায়হান উদ্দিন ও তার মামাতো ভাই হৃদয় গুরুতরভাবে আহত হলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রায়হান উদ্দিন কে মৃত ঘোষণা করেন। ও মামাতো ভাই হৃদয়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করে এম্বুলেন্স যোগে কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে হৃদয় মারা যায়। ঘাতক চালককে এখনো সনাক্ত করতে পারিনি পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক নুরজাহান রুমি জানান, দুপুরে মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় গুরুতর

রক্তাক্ত জখমকৃত দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে রায়হান নামে এক জনের মৃত্যু হয়। পরে রক্তাক্ত জখম হৃদয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কে রেফার্ড করা হয় কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে সেও মারা যায়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত ব্যক্তিদের লাশ দুটো তাদের আত্মীয় সজন দের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীর।